।। কথামুখ ।।

কিছু অসুখকে প্রাচীন কাল থেকে রহস্যময় মনে করা হয়েছে ; যেমন কুষ্ঠ রোগ , যেমন মৃগী , যেমন ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত যক্ষ্মা রোগ এবং বর্তমান কালে ক্যানসার । এই সমস্ত রোগগুলি সম্পর্কে একটা রহস্যময় আতঙ্ক আছে । এই সব অসুখ মানুষকে অন্য মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করে দেয় । কখনও কখনও এই সব অসুখকে মনে করা হয় আত্মিক অসুস্থতার উপমান । মনে করা হত-- অসুখে আক্রান্ত মানুষ যেন দৈব বা অলৌকিক শক্তির সঙ্গে যোগাযোগের সামর্থ্য পেয়েছে । গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয় একটি উপন্যাসে যক্ষ্মা রোগকে বলেছেন " The illness of the lofty and noble parts of human being. " এই কথারই প্রতিধ্বনি কীটসের পত্রাবলিতে , তুর্গেনিভের উপন্যাসে এবং কাফকার ডায়েরিতে পাই । রোমান্টিক কাব্যসাহিত্যে যক্ষ্মা রোগ যেন হয়ে উঠেছে প্রেমের তীব্র আত্মক্ষয়ী উন্মাদনার প্রতীক । চিকিৎসার অতীত বলে গণ্য করার ফলে নিয়তিবাদী ভাবনার উপমান হিসাবেও এই সমস্ত রোগকে সাহিত্যে ব্যবহার করা হয়েছে । মনে করা হয়েছে এই সব রহস্যময় রোগ ব্যক্তিকে নম্র , অন্তর্মুখী স্পর্শকাতর এবং সংবেদনশীল করে তোলে । রোমান্টিক বিষাদ এবং মর্মজ্বালাকেও এই ধরনের রোগের মধ্যে রূপায়িত করার চেষ্টা লক্ষণীয় । কখনও কখনও চিকিৎসাতীত রহস্যময় অসুখগুলি যুগযন্ত্রণার , সভ্যতার সঙ্কটে প্রতিমান হিসাবেও ব্যবহৃত । কাফকা ডায়েরিতে লিখেছিলেন " The infection in lungs is only a symbol, " .——বাস্তবিকই সাহিত্যে প্রায়শই এই সব অসুস্থতাকে অসুস্থ সভ্যতার প্রতীক রূপেই উপস্থাপিত করা হয়েছে ।

এই দৃষ্টির আলোকে বর্তমান গবেষণায় আমরা বর্তমান কালের একজন প্রধান কথাশিল্পী বিমল করের কথাসাহিত্যকে বিশ্লেষণ করতে চাই । তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য সংবেদনশীলতা এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ । অন্তর্মুখী এই লেখকের সমগ্র কথাসাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কোনও নির্দিষ্ট অসুখ বা অনির্দেশ্য অসুস্থতার কথা বারে বারে পুনরাবৃত্ত হয় । যে সমস্ত উপন্যাসে খুব স্পষ্টভাবে এই অসুস্থতার

প্রসঙ্গ আমরা পাচ্ছি সেগুলি হল, — 'দেওয়াল' (১৩৬৩, ৬৪, ৬৯), 'খড়কুটো' (১৩৭০), 'পূর্ণ' অপূর্ণ' (১৩৭৪), 'যদুবংশ' (১৯৬৮), 'অসময়' (১৩৭৯), 'মোহ' (১৯৭৫), 'কালের নায়ক' (১৩৮৩, ১৩৮৮), 'দ্বীপ' (১৯৭৭), 'নিরস্ত্র' (১৯৮২), 'অশেষ' (১৯৮৩), 'নিমফুলের গন্ধ' (১৩৯২), 'হৃদয়তল' (১৯৮৭), 'বেদনাপর্ব' (১৯৮৭), 'গ্রন্থি' (১৯৮৮), 'উত্তরের হাওয়া' (১৯৮৯)। উল্লিখিত ১৫টি উপন্যাসের মধ্যে আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা বিস্তৃতি লাভ করেছে যথাক্রমে ৯টি এবং ৬টি উপন্যাসকে কেন্দ্র করে। উল্লেখের প্রয়োজন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অসুখের উপমা পরবর্তী পরিচ্ছেদ অপেক্ষা ব্যাপকতর মাত্রাতে প্রকাশিত। অন্বেষণযোগ্য অসুখের উপমাগুলি উপস্থাপিত করতে গিয়ে তুলনামূলক বিচারের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবেই কাহিনীর আভাসকে তুলে ধরা হয়েছে যতটা সম্ভব সুসংবদ্ধভাবে। এবং এটা ঘটেছে সামগ্রিক আলোচনার স্বার্থেই।

আলোচনাকালে লক্ষ্য করা যাবে কোথাও পাত্র পাত্রী বাস্তবিকই কোনও শারীরিক অসুস্থতায় পীড়িত, কখনও চরিত্র অনির্দেশ্য মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত। আবার কখনও দেখা যায় কোনও দুঃখজনক পূর্বস্মৃতি একটা না-ছোড় বোঝার মত চরিত্রের ঘাড়ে চেপে থাকে বা অদৃশ্য ক্ষতের মত চরিত্রের সমগ্র সত্তাকে কুরে কুরে খায়। শুধু পূর্বোল্লিখিত উপন্যাসে নয়, অন্য কিছু উপন্যাসে এবং অনেক ছোট গল্পেও এই প্রসঙ্গের অবতারণা বিমল কর করেছেন। মনে হয় চরিত্রের শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতার ভিতর দিয়ে শুধুমাত্র অসুস্থতার আপাতস্তরে বিমল কর সীমাবদ্ধ থাকতে চান না, তিনি অসুখের উপমার মধ্য দিয়ে বর্তমান কালে মানবিক সম্পর্কের অসুস্থতা, নৈতিক বিকার, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং আধুনিক সভ্যতার সঙ্কটকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন।

আমরা বিমল করের প্রয়োজনীয় কথাসাহিত্য এই গবেষণায় বিশ্লেষণ করে দেখব কেন এই প্রসঙ্গের অবতারণা তিনি বারবার করেন এবং এই প্রসঙ্গ অবতারণার মধ্যে তিনি জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কোন্ বক্তব্য উপস্থাপন করতে চান। এই প্রসঙ্গ অবতারণার প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত পক্ষপাতের কারণও আমাদের অনুসন্ধেয়। আমাদের

মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে এই গবেষণার মাধ্যমে বর্তমানকালের অন্যতম বিশিষ্ট বাঙালি ঔপন্যাসিকের কথাশিল্প বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোকপাত করা সম্ভব হবে ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে গিয়ে প্রথমেই যাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় – তিনি হলেন বাংলা কথাসাহিত্যের অগ্রণী ও যশস্বী শিল্পী বিমল কর । প্রয়োজনের স্বার্থে বেশ কয়েকবারই তাঁর কাছে আমাকে যাতায়াত করতে হয়েছে ; নির্দ্বিধায় তিনি আলোকপাত করেছেন , অনেক জিজ্ঞাসার নিরসন ঘটিয়েছেন । প্রসঙ্গত শ্রদ্ধা নিবেদন করি এই গবেষণাকাজে আমার নির্দেশক , বিদগ্ধ সাহিত্য সমালোচক এবং নিবন্ধকার ড. অশ্রুকুমার সিকদারকে । সদা ব্যস্ত তিনি , তবুও তাঁর পরামর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে । তাঁর নির্দেশনায় সর্বদাই সচেষ্ট হয়েছি আলোচ্য বিষয়বস্তুর প্রতি সজাগ ও তীক্ষ্ণ থাকতে । এছাড়া লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির কর্ণধার সন্দীপ দত্ত , সাহিত্যপ্রেমী পান্নালাল বর্ধন (বিরাটি) , বিমান রায় (জলপাইগুড়ি) , মুকুল দাশ (ইসলামপুর) ও অধ্যাপক অমিত চক্রবর্তীকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে রাখলাম । এঁদের সাহায্য ও আলোচনায় উপকৃত হয়েছি । পরিশেষে বীরপাড়া কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং সহযোগী অধ্যাপকবৃন্দের সহযোগিতা ও অকুণ্ঠ উৎসাহ সাগ্রহে স্মরণ করলাম । ঋণী আমি তাঁদের কাছেও ।

সুব্রত ঘোষ